সিদ্দিকে আকবরের কর্ম ও বাণীসমগ্র

28-February-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে রয়েছে: **আপন উম্মতকে অত্যধিক পছন্দকারী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং- ৪৮৪)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতে সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গ নসীব হওয়া উপায় হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ থেকে জানা গেলো! দরূদ শরীফ হচ্ছে অনন্য একটি নেকী, কেননা অন্যান্য সকল নেকীতে জান্নাত অর্জিত হয় আর দরূদ শরীফ দ্বারা **জান্নাতের মালিক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (পাওয়া যায়)।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের বয়ানে আমরা গুহার সাথী, মাযারের সাথী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র কর্ম পদ্ধতির কতিপয় ঝলক এবং তাঁর বরকতময় বাণীসমূহ শ্রবণ করবো, আসুন! প্রথমে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি:

আমার মাহবুবের কি অবস্থা?

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সংখ্যা ৩৮ এ উপনীত হয়, তখন সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর! আমরা এখনো সংখ্যায় কম।" কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, এমনকি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি

প্রদান করলেন। মুসলমানরা মসজিদে হেরেম শরীফের আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে গেলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবারকে ইসলামে দাওয়াত দিতে থাকেন।

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লোকেদের ইসলামের খোতবা দেয়ার জন্য দাড়াঁলেন এবং সেখানে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও উপস্থিত ছিলেন, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখে তাদের রক্ত জ্বলে উঠলো এবং তারা মুসলমানদের মারা শুরু করলো।

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও মারলো, এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন তাঁর গোত্র বনু তাঈমের লোকেরা জানতে পারল, তখন তারা দৌঁড়ে আসলো এবং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলো, তাঁর পিতা আবু কাহফা এবং বনু তাঈমের লোকেরা খুবই চিন্তাগ্রস্থ ছিলো, বারবার তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলো, অবশেষে দিনে শেষ ভাগে তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো। যখন তারা তাঁর থেকে কুশল জিজ্ঞাসা করলো তখন তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারিত হলো যে, **রাসূলুল্লাহ** কেমন আছেন? তাঁর এ কথা শুনে গোত্রের অনেক লোক অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো, তাঁর আম্মাজান উম্মুল খায়ের সালমা যখন কিছু খাওয়ার কথা বলতো তখন তিনি শুধু একই কথা বলতেন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী অবস্থা? আমাকে শুধু তাঁর সংবাদ দিন। এ অবস্থা দেখে তাঁর মা ব তে লাগলেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি আপনার বন্ধুর খবর জানিনা যে তিনি কেমন আছেন? সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব এর নিকট চলে যান এবং তার নিকট হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মা, উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট আসলেন এবং বললেন যে, আমার পুত্র আবু বকর আপনার নিকট তাঁর বন্ধু **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, **তিনি** কেমন আছেন? হযরত উম্মে জামিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন: আপনি যদি চান, তবে আপনার সাথে আপনার ছেলের নিকট যেতে পারি, উভয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিকট পৌঁছল, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার নিকট এটি জিজ্ঞাসা করলেন যে, **রাসূলুল্লাহ** কেমন আছেন?

হযরত উম্মে জামীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিরাপদে আছেন এবং একেবারে সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখন কোথায় আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: 'দারে আরকামে' অবস্থান করছেন। সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: **আল্লাহ**র কসম! আমি ততক্ষন পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করব না, যতক্ষণ না **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজের চোখে দেখবো না, অবশেষে যখন সবাই চলে গেলো তখন তাঁর আম্মাজান এবং উম্মে জালি ইবনে খাত্তাব, তাঁকে **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمএর খেদমতে নিয়ে গেলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশিককে দেখলেন, তখন চোখে অশ্রু বয়ে গেলো এবং গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে চুমু খেতে লাগলেন। এই আবেগময় অবস্থা দেখে সকল মুসলমানও আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর দিকেই ধাবিত ছিলেন, তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত দেখে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আমি ভাল আছি, ব্যস সামান্য আঘাত পেয়েছি। যেদিন তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, সেই দিনই তাঁর আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল খায়ের সালমা এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে হামজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا ও ইসলাম গ্রহন করেন।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/৪৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩৬৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ইশকে রাসূলে ডুবে দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও উন্নতির জন্য কিরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। ইসলামের এই মহান মুবাল্লিগ নিজের দেহ, মন, ধন সবকিছু **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় কুরবান করে দিয়েছেন, এরূপ দুঃখ ও কষ্ট পাওয়ার পরও নিজের চিন্তা না করে নিজের **আক্বা ও মওলা, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেই স্মরণ করছেন এবং অশান্ত ছিলেন যে, যেকোন ভাবে আমি

যেন আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাই, **তিনি** কোন কষ্টে নাই তো, একটু ভাবুন তো যে, **দয়াময় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রেম ও ভালবাসার অবস্থা এমনি ছিলো, আসুন! আমরাও চিন্তা করি যে, আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেমন ভালবাসি? আমাদের মাঝেও কি ইসলামের জন্য কুরবানী দেয়ার চেতনা বিদ্যমান? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো জান ও মাল কুরবানী দিতেও ঘাবড়াতেন না, কিন্তু আফসোস! আমরা শুধুমাত্র সময়ের কুরবানীও দিতে পারি না। মনে রাখবেন! যারা দ্বীনে ইসলামের সাহায্য করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের সাহায্য করেন, যেমনটি পারা ১৭, সূরা হজ্বের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় **আল্লাহ** সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায় করবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো! যে **তাঁর** দ্বীনের সাহায্য করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সাহায্য করবেন। হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র উপর দায়িত্ব যে, **তিনি** তাকে সাহায্য করবেন, যে **তাঁর** (দ্বীনের) সাহায্য করবে। (তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ২৬, মুহাম্মদ, ৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪৬২) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র অলীদের সাহায্য করা, নবীর খেদমত, ইলমে দ্বীনের প্রসার, সবই **আল্লাহ তায়ালা**র দ্বীনের সাহায্য। (নুরুল ইরফান, পারা ১৭, হজ্ব, ৪০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৩৭ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরাও **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য **১২**টি মাদানী কাজ করার উৎসাহ নিজের মাঝে সৃষ্টি করা।

আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাহায্য কিভাবে হয়? তাঁদের সাহায্য কে করে থাকে? তাঁদের কিভাবে দৃঢ়তা নসীব হয়? আসুন! শ্রবণ করি।

পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদের ৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্য করো,

يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝
(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

তবে **আল্লাহ** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্যকারীদের জন্য প্রতিটি জুমা এবং দুই ঈদে না জানি কত যে ইমাম দোয়া করে থাকেন বরং দোয়া তো বুযুর্গানে দ্বীনরা বহুকাল পূর্ব থেকে করে আসছেন। এই দোয়া আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও **"খুতবায়ে রযবীয়া"**য় অর্ন্তভূক্ত করেছেন। সেই দোয়াটি হলো: اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! যে আমাদের **আক্বা ও মওলা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবে তুমিও তার সাহায্য করো।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফরকারী, দরস ও বয়ানকারী, ইনফিরাদী কৌশিশকারী, আশিকানে রাসূলের কল্যাণ কামনাকারী, মাদানী কাফেলায় গরীব মুসাফিরদের সাহায্যকারী এবং যেকোন উপায়েই দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্যকারীদের অভিনন্দন, কেননা তাদের জন্য জুমার খোতবায় দোয়া করা হচ্ছে। হে দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্যকারী! নিঃসন্দেহে **রাব্বে যুল জালালে**র সাহায্য যার থাকবে, তার তো উভয় জগতে তরী পাড় হয়ে যাবে। **আল্লাহ তায়ালা**র সাহায্যে বড় বড় বিপদও দূরীভূত হয়ে যাবে এবং আমরা তা জানবোও না। খোতবার দোয়ার পর আরো কিছু রয়েছে আর তা হলো: وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে **আল্লাহ তায়ালা**! যে আমাদের **আক্বা ও মওলা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবে না, তুমিও তাকে সাহায্য করো না।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভীত হওয়ার বিষয়! **আল্লাহ তায়ালা** যাকে সাহায্য করবে না, নিঃসন্দেহে সে বড়ই হতভাগা। আমাদের সকলেরই ভাবা উচিৎ যে, সে কি নিজের জন্য দোয়া নিচ্ছে, নাকি বদদোয়া! সে সকল কাজই দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্য, যার দ্বারা ইসলামের বটবৃক্ষ ফলে ফুলে বৃদ্ধি পায়, কাফেররা ইসলাম গ্রহন করে এবং বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধনের উপায় হয়। ব্যস নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন, মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন, নিজে সুন্নাত শিখুন এবং অন্যকে শেখান আর এভাবেই দ্বীনে **মুস্তফা**র বেশী বেশী সাহায্য

করে **আল্লাহ তায়ালা**র সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহন করুন, যা তিনি স্বয়ং ওয়াদা করেছেন।

পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদের ৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্য করো, তবে **আল্লাহ** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

(খাযাইনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, ৯৩২ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত, ১ম অধ্যায়, ৪২৬, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের সাহায্য করবেন অর্থাৎ যখন মুমিন **আল্লাহ তায়ালা**র দ্বীনের তাবলীগের জন্য চেষ্টা করে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দিবেন, তাকে এই কাজে দৃঢ়তা দান করবেন, তাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! খলিফাতুল মুসলেমিন, জা'নশিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আরো ঘটনাবলী জানার পূর্বে তাঁর পরিচয় শ্রবণ করি:

আমিরুল মুনিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র নাম 'আবদুল্লাহ্', উপনাম 'আবু বকর' এবং 'সিদ্দিক' ও 'আতীক' তাঁর উপাধি, 'সিদ্দিক' অর্থ হল অত্যাধিক সত্যবাদী, তিনি জাহেলিয়্যতের যুগে এই উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন এবং 'আতীক' অর্থ হল স্বাধীন। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ "তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৯ পৃষ্ঠা) তিনি কোরাইশ বংশীয় আর তাঁর বংশ **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়, তিনি হস্তী বর্ষের প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দিকে আকবর

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সর্বপ্রথম সত্যতা স্বীকার করেন, তিনি এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর পর আগের ও পরের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনসহ পরম বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন, ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে ২২ জামাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইন্তিকাল করেন, আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং রওজায়ে মুবারকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে সমাহিত হন।

(তারিখুল খুলাফা, ২৭- ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় পরহেযগার

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করীমের এক স্থানে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকরব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পরহেযগার বলেছেন। যেমনটি

৩০তম পারা সূরা লাইলের ১৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ سَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿۱۷﴾

(পারা ৩০, আল লাইল, আয়াত: ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় "اَتْقٰی" (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পরহেযগার) দ্বারা উদ্দেশ্য আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা প্রত্যক্ষ্য করলেন যে, **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকরব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কত উচ্চ মর্যাদা অর্জিত। অনেক আয়াতে মুবারাকা তাঁর শানেই অবতীর্ণ হয়েছে, এমনিভাবে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারেও তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ছিলো, যেমনটি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সিদ্দিকে আকবরের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওসমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয় কে? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আয়েশা। তাঁরা আবারো আরয করলেন: পুরুষদের মধ্যে কে? ইরশাদ করলেন: আয়েশার পিতা। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গযওয়া যাতিল সালাসিল, হাদীস নং-৪৩৫৮, ৩/১২৬)** (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি দেখলাম যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে দন্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উপস্থিত হলেন, তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে হাত মিলালেন, অতঃপর আলিঙ্গন করে তাঁর মুখে চুমু দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আলডিল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ইরশাদ করলেন: হে আবুল হাসান! আমার নিকট আবু বকরের মর্যাদা সেই রূপ, যেমন **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আমার মর্যাদা। **(আর রিয়াদুন নাদারা, ১/১৮৫)**

জান্নাতে সিদ্দিকে আকবরের হৃদ্যতাপূর্ণ অভিবাদন

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে, সকল জান্নাতবাসী তাঁকে চিৎকার করে করে বলবে: মারহাবা! মারহাবা! এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন, এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরাও কি সেই ব্যক্তিকে দেখবো? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! সেই জান্নাতী ব্যক্তি হচ্ছো তুমিই। **(ইবনে হাব্বান, কিতাব আখবারিহি আন মানাকিবিস সাহাবা, ৯ম অংশ, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮২৮)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কিরূপ সৌভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন যে,

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষিত হয়েছেন এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁর এই সৌভাগ্যও অর্জিত যে, সর্বস্থানেই তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথেই ছিলেন, এমনকি **আল্লাহ তায়ালা** আসমানেও তাঁর নাম **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের সাথেই মিলিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, **দো'আলমের মালিক ও মুখতার, মক্কী মাদানী সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে আকাশে ভ্রমন করানো হয়েছে, আমি যেই আসমানেই গিয়েছি, সেখানে আমার নাম লিখা অবস্থায় পেয়েছি এবং আমার পর আবু বকরের নামও লিখা ছিলো। (মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাব মা'জা ফি আবী বকর, ৯/১৯, হাদীস নং-১৪২৯৬। তারিখুল খোলাফা, যিকরি আবু বকরিস সিদ্দিক, ৪৩ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর সহিত অধিকহারে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষন করি, যেন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** প্রিয়দের সদকায় আমাদের উপরও সন্তুষ্টি এবং রহমতের বর্ষন করেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কল্যাণ কামনার চেতনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর বরকতময় স্বত্তাকে **আল্লাহ তায়ালা** উত্তম গুণাবলী এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন, আসুন! তাঁর মুবারক কর্মের কতিপয় ঝলক শ্রবণ করি, যেমনটি

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর স্বত্বায় মানুষের কল্যাণের চেতনা ভরা ছিলো, এই কারণেই যে, দ্বীনে ইসলাম গ্রহন করার কারণে যে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ তাঁদের জন্য দয়া ও স্নেহের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনি অত্যাচার ও নিপীড়নের চক্কিতে পিষ্ট হওয়া মুসলমানদের জন্য শুধু মাত্র অন্তরেই দয়া ও সহমর্মিতা পুষে রাখেননি বরং তাঁদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে সকল সম্ভাব্য চেষ্টা

করেছেন এবং যদি সম্পদ খরচ করতে হতো তবে তাতেও পিছপা হতেন না। আসুন এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুক্তি

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অত্যধিক প্রিয় ও প্রসিদ্ধ সাহাবী, হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যার মায়ের নাম হামামা, তিনি সত্যিকার মুমিন এবং পবিত্র অন্তর গোলাম ছিলেন, তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে কড়া রৌদ্রে নিয়ে গিয়ে মক্কার বাইরে উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে শুয়াইয়ে বুকের উপর পাথর রেখে দিতেন আর বলতেন: **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দ্বীন) কে অস্বীকার করো, আমাদের খোদাদের উবাদত করো, নয়তো এখানেই মরে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শুধু এটিই উত্তর দিতেন: আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ **আল্লাহ** শুধুমাত্র একজন, তাঁর কোন অংশীদার নেই) (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩২-১৩৩) একদিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর নির্যাতন করা হচ্ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উমাইয়া বিন খালাফকে ধমক দিয়ে বললেন: এই অসহায়কে কষ্ট দিতে তোমার **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি ভয় করে না? কতদিন এরূপ করতে থাকবে? সে বলতে লাগলো: আবু বকর! তুমিই একে নষ্ট (অর্থাৎ মুসলমান) করেছো, তুমিই একে ছাড়িয়ে নাও। তিনি বললেন: আমার নিকট বিলালের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও বলিষ্ট গোলাম রয়েছে, বিলালকে আমায় দিয়ে তা তুমি নিয়ে নাও। সে বললো: গ্রহন করলাম। তিনি কিছু টাকা এবং গোলামের বিনিময়ে তাঁকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

এরপর তিনি আরো ছয়জন এমন গোলাম আযাদ করেছেন। (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩৪) এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পাঁচ আওকিয়া (প্রায় ৩২ তোলা) সোনার বিনিময়ে কিনলে বিক্রেতা বলেন: আবু বকর! যদি তুমি এক আওকিয়া সোনার বেশী না আগাতে তবে আমি ঐ দামেই তাকে বিক্রি করে দিতাম। তিনি

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তুমি একশ (১০০) আওকিয়া সোনা চাইতে, তবুও আমি তা দিতাম এবং বিলালকে অবশ্যই কিনে নিতাম। (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩৩)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুবই মমতা ও দয়াবান ছিলেন, কোন মুমিনকে কষ্টে লিপ্ত হওয়া সহ্য করতে পারতেন না এবং নিজের ধন ও সম্প কে তার প্রাণের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই কারণেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সহ সাত জন গোলামকে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন। তিনি নেককার হওয়ার পাশাপাশি নেক কাজেও অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেন।

গুহার সাথীর সম্পদ ঈসার

তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতের সম্পদশালীদেরকে আদেশ দিলেন যে, যেন তারা **আল্লাহ**র পথে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করাতে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহন করে, যাতে ইসলামী মুজাহিদদের জন্য খাবার পানীয় এবং বাহনের ব্যবস্থা করা যায়, **মাহবুবে রহমান, শাহে কওন ও মকান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই উৎসাহ ব্যঞ্জক আদেশ পালন করতে গিয়ে যেই ব্যক্তি **আল্লাহ**র রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি সাহাবী ইবনে সাহাবী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُই ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে জমা করে দিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের গুহার সাথীর এই ঈসার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কি কিছু রেখেছো? খুবই আদব ও সম্মান পূর্বক আরয করলেন: اَبْقَیْتُ لَھُمُ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ অর্থাৎ আমি তাদেরকে **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলে**র দয়াময় দায়িত্বে রেখে এসেছি। (সবলিল হুদা ওয়াল রিশাদ, যিকরি যিকরি হাসাহু আলান নাফকাতু..., ৫/৪৩৫) যেন বললেন যে, আমার এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য **আল্লাহ** ও **রাসূলই** যথেষ্ট।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমি আমার রব তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই মহান মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী, যার **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে একটি বিশেষ অবস্থান অর্জিত ছিলো, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এমন এক পোষাক পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন, যার বোতামের স্থানে কাঁটা লাগানো ছিলো। এমন সময় জিব্রাঈল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবু বকর এমন পোষাক কেন পড়ে আছেন? ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল! সে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আমার প্রতি কুরবান করে দিয়েছে। জিব্রাঈল আরয করলো: **আল্লাহ তায়ালা** আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো যে, সে কি **আল্লাহর** প্রতি সন্তুষ্ট, নাকি অসন্তুষ্ট? **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আবু বকর! **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, আমার প্রতি কি সন্তুষ্ট নাকি নও? আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট কিভাবে হতে পারি? আমি আমার **রবের** প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার **রবের** প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার **রবের** প্রতি সন্তুষ্ট।

(তারিখে মদীনা দামেশক, আব্দুল্লাহ ওয়া ইয়া কালু আতিক, ৩০/৭১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কিরূপ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, তেমনি এটাও জানা যায় যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ তায়ালার** পথে সম্পদ ব্যয় করাতে কিরূপ মহান চেতনা রাখতেন, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালার** পথে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফযিলত রয়েছে, **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: যে মুসলমান কোন পোষাকহীন মানুষকে পোষাক পরিধান করাবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী পোষাক পরিধান করাবেন এবং যে

ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী ফল খাওয়াবেন এবং যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে মোহরাঙ্কিত পবিত্র সূধা পান করাবেন।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফদলী সা'কীল মা'য়ি, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮২)

৮টি মাদানী কাজের একটি হলো "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, কোন পোষকহীন মুসলমানকে পোষাক পরধান করানো, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং পিপাসার্তকে পানি পান করানো কত বড় মহান নেকী। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, গরীবকে সাহায্য করবো, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াবো, পিপাসার্তকে পানি পান করাবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে এরূপ অসংখ্য নেক আমল করা মানসিকতা প্রদান করা হয়, সুতরাং আজ নয় বরং এখনই এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ৮টি মাদানী কাজে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দাওরা"**। যার মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরক ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়। সাপ্তাহের যেকোন একদিন নির্দিষ্ট করে স্থান পরিবর্তন করে করে **'মাদানী দাওরা'**র মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করুন। কমপক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন (যাতে কমপক্ষে একজন বেশি বয়সের অবশ্যই হওয়া চাই) নিজ যেলী হালকার আশেপাশে (পর্দা সহকারে) ঘরে ঘরে গিয়ে ৭২ মিনিট **'মাদানী দাওরা'** করুন। নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্নাতের উপর আমল হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাত ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতের মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোতে অনেক সাহায্য

অর্জিত হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রসার ও সুনাম হয় সুতরাং আপনিও মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

গুনাহ থেকে কিভাবে মুক্তি অর্জিত হলো?

পাঞ্জাবের এক ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নিত্য নতুন ফ্যাশন করা, গান বাজনা শুনা এবং বেপর্দার মতো গুনাহে গ্রেফতার ছিলো, তাছাড়া রাগ ও খিটখিটে স্বভাবের ছিলো। তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন কিছুটা এভাবে সাধিত হয় যে, একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোন তাকে নেকীর দাওয়াত দিলো এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের মানসিকতা প্রদান করলো। তার মুখের এরূপ প্রভাব ছিলো যে, সে অস্বীকার করতে পারলো না এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। তিলাওয়াত ও নাত শরীফের পর হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান খুবই মনমুগ্ধকর ও প্রভাবময় ছিলো। অতঃপর যিকিরুল্লাহর আওয়াজ এবং কেঁদে কেঁদে করা ভাব গাম্ভির্য্যপূর্ণ দোয়া তাকে খুবই প্রভাবিত করলো। ইজতিমায় হওয়া **আল্লাহ**র যিকিরে তার মনে খুবই প্রশান্তি লাভ হলো। সেদিন আর আজ! সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, সেই ইজতিমায় অংশগ্রহের পূর্বে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ বেপর্দার গুনাহে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার বরকতে সে মাদানী বোরকা সাজিয়ে নিলো এবং এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর উপর অটল রয়েছে।

"যদি আপনারও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয়, তবে ইজতিমার শেষে মাদানী বাহার স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ইসহাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলাম গ্রহন করার সাথে সাথেই তা প্রকাশও করে দিয়েছিলেন এবং এর দাওয়াত দেওয়াও শুরু করে দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি নিজের গোত্রে খুবই কোমল হৃদয়, মানুষের দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহনকারী এবং সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কোরাইশদের অভিজাত্য এবং তাদের ভাল মন্দ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একজন প্রসিদ্ধ এবং ভদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, কোরাইশদের সকল ছোট বড় লোক জ্ঞান ও ব্যবসার গুনাবলী এবং পবিত্র সহচর্যের কারণে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন, তাঁর সঙ্গ দ্বারা উপকৃত হতেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতেন, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর নিকট আসা অনেক লোককে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও ইসলামে অর্ন্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। **(আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯১)**

যেমনটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"বৃদ্ধ পূজারী"** রিসালার ১০ পৃষ্ঠায় বলেন: তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশে এমন পাঁচজন ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদেরকে আশারায়ে মুবাশ্শারাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। (মনে রাখবেন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই দশজন সাহাবায়ে কিরামকে দুনিয়াতেই জান্নাতি হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন তাঁদেরকে "আশারায়ে মুবাশশারা" বলে।)

(বুনিয়াদি আকায়িদ অউর মা'মুলাতে আহলে সুন্নাত, ৭৬ পৃষ্ঠা)

তাঁদের পবিত্র নামসমূহ হলো: **(১)** হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(২)** হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৩)** হযরত সায়্যিদুনা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৪)** হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৫)** হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর ইবনে আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। **"আশারায়ে মুবাশ্শারা"** ঐ দশ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলা হয়, যাঁদেরকে

আমাদের **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরেই মসজিদ নির্মাণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায আদায় করতেন, লোকেরা তাঁর এই আত্মভোলা দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে জমা হয়ে যেতো, তাঁর কোরআনের তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং খোদাভীতিতে কান্না করা লোকেদের অনেক প্রভাবিত করতো, তাঁর এই আমলের দ্বারা অনেক লোক ইসলাম গ্রহন করেন। (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমার সম্মানিত পিতা যখন কোরআনের তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি তাঁর নিজের অশ্রুর উপর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতেন, অর্থাৎ অঝোড় ধারায় কান্না করতেন।

(শুয়াবুল ঈমান, আল হাদী আশারা মিন শুয়াবিল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদীস নং-৮০৬)

তিলাওয়াতে কান্না করার সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে করে কিভাবে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি দুনিয়াতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যবান হতে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন, এরপরও তিনি খোদাভীতিতে কান্না করতেন। আমাদেরও কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করা উচিৎ এবং যদি কান্না না আসে তবে কান্না করার মুখাবয়বই বানিয়ে নেয়া উচিৎ, কেননা কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে কান্না করা মুস্তাহাব, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করো এবং কান্না না আসলে কান্নার ন্যায় মুখাবয়ব বানিয়ে নাও।

(ইবনে মাজাহ, বাবু ফি হাসানুস সুত, ২/১২৯, হাদীস নং-১৩৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গরমের দিনে রোযা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেভাবে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইবাদত গুজার ছিলেন, তেমনি অধিকহারে রোযাও রাখতেন, যেমনটি তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি গরমের দিনে (নফল) রোযা রাখতেন এবং শীতের দিনে রাখতেন না। (আয যুহুদ লি ইমাম আহমদ, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫) বাস্তবেই এটি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইবাদতের আগ্রহ ছিলো যে, কোরআনে করীম তিলাওয়াতের সময় কান্না করতেন এবং ফরয রোযা ছাড়াও গরমের দিনে নফল রোযা রাখতেন, যদি আজকে আমরা নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেই তবে শীতের দিনে ফরয রোযাও অনেক কষ্ট করে রাখি, অথচ শীতের দিনে সাধারণত দিন অনেক ছোট এবং রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর দিনে পিপাসাও অনেক কম অনুভূত হয়, আর গরমের দিনে সাধারণত দিন অনেক বড় এবং রাত খুবই ছোট হয়ে থাকে আর দিনের বেলায় পিপাসার প্রভাবও অনেক বেশী হয়ে থাকে। দুনিয়া গরম আখিরাতের গরমের তুলনায় কিছুই নয়, যখন কিয়ামতের দিন হবে এবং সূর্য সোয়া মাইল দূরে অবস্থান করে আগুন বর্ষণ করবে, পিপাসার আতিশায্যে জিহ্বা বাইরে বের হয়ে আসবে, মানুষ নিজেরই ঘামে ডুবে যাবে, সেই সময়ের গরম সহ্য করা নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষমতা নাই, সুতরাং দুনিয়াতেই **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উত্তম আমল করার চেষ্টা করা উচিৎ, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করে নিন আর কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতে আরশের ছায়া অর্জনের জন্য আজ দুনিয়াতেই অধিকহারে নেককাজ করতে হবে। আসুন! এই মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমলীভাবে নেকীর ভান্ডার গড়ে আখিরাতের সফরের জন্য পাথেয় জমা করুন।

আই টি মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে ইসলামের দাওয়াত প্রসার করতে প্রায় ১০৭টি বিভাগে সুন্নাতের বার্তা পৌঁছিয়ে

দিচ্ছে, এই বিভাগগুলো মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি (Topics) এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা, অডিও (Audio) ভিডিও (Video) এবং মেমোরী কার্ড (Memory Cards) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্রের একটি গুণ এটাও যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিবেশিদের ব্যাপারে খুবই নম্র ছিলেন, যেমনটি

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করো না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল রহমান বিন কাসিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি নিজের প্রতিবেশীকে ধমক দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন: নিজের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করোনা, কেননা সে তো এখানেই থাকবে কিন্তু যে লোকেরা তোমার ঝগড়া দেখবে তারা এখান থেকে চলে যাবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাহাবা, ৯ম অংশ, ৫/৭৯, হাদীস নং-২৫৫৯৯)

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দেখলেন তো আপনারা যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়াকারী ব্যক্তিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতীতে নেকীর দাওয়াত পেশ করেন এবং আসলেই যখন প্রতিবেশী পরস্পর কোন বিষয়ে ঝগড়া করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতি, কেননা ঝগড়া করার পরও তাদের একত্রেই থাকতে হবে এবং তাদের পরস্পর ঝগড়া করা অন্যান্য লোকেদের জন্য তামাশা স্বরূপ হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য অসিয়ত করছি।" অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের এরূপ অধিকার বর্ণনা করেছেন যে, এমন মনে হলো যেন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়ে দেবে।

(আল মু'জামুল কবীর, ৮/১১১, হাদীস নং-৭৫২৩)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী সমগ্র

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেভাবে নিজের কর্মের মাধ্যমে মানুষের সংশোধন করেছেন, ঠিক সেইভাবে নিজের বাণী দ্বারাও মাদানী শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল দান করেছেন। যেমনটি হযরত রাফেয়ে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি আরয করলাম: আপনি আমাকে নসিহত করুন। তিনি দু'বার বললেন: **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুন এবং বরকত দান করুন। (১) ফরয নামায সময়মত আদায় করো। (২) যাকাত আনন্দচিত্তে প্রদান করো। (৩) রমযানের রোযা রাখো। (৪) বাইতুল্লাহর হজ্ব করো। (৫) কখনো শাসক হয়ো না। আমি আরয করলাম: জনাব! আজকাল

তো শাসকরাই উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক। বললেন: আজকাল বিচারকার্য সহজ, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ভবিষ্যতে অসংখ্য বিজয়ের কারণে শাসনকার্যও বেশী হবে এবং একারণে হতে পারে অযোগ্য শাসকও আসবে। যেহেতু কাল কিয়ামতের দিন শাসকের হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে এবং আযাবও বেশী, আর শাসক নয় এমনদের হিসাবও কম এবং আযাবও হালকা। একারণেই যে, শাসকের অনেক বেশী অত্যাচার হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসক **আল্লাহ তায়ালা**র চুক্তিকে ভঙ্গ করে দেয়। এই শাসকদের মধ্যে (ন্যায় পরায়ন) অনেকে **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যশীলও হয়ে থাকে এবং অনেকে (অত্যাচার ও নীপিড়নের কারণে) **আল্লাহ তায়ালা**র দরবার থেকে বিতারিতও হয়। **আল্লাহ**র শপথ! তোমদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর ছাগল বা উট করায়ত্ব করে তো বড়ই আনন্দিত হও যে, আমি তো প্রতিবেশীর ছাগল বা উট হাতিয়ে নিয়েছি, অথচ এমনদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা **আল্লাহ তায়ালা**র অনেক বড় দায়িত্ব। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫১, হাদীস নং-৭৪৭২। আর রিয়াদুন নাদারা, ১/২৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযার মাদানী কার্যক্রম

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পুরো বছর রোযা পালনকারী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে নফল রোযার মাদানী কার্যক্রম বিশেষভাবে মাদানী ইনআমাতের অনুসারীদের মাধ্যমেই চলমান রয়েছে। আসুন! নফল রোযা সম্পর্কে কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

নফল রোযা সম্পর্কে কতিপয় মাদানী ফুল

(১) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং পুরো দুনায়ার সোনা তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূর্ণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই দেয়া হবে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫/৩৫৩, হাদীস নং-৬১০৪) (২) আশিকে রোযাদারদের সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস: **সর্বোত্তম:** যে সাওমে দাউদী অর্থাৎ একদিন পর পর রোযা রাখে বা মাসে কমপক্ষে ১৫টি রোয়া নিজের সুবিধা অনুযায়ী রাখবে বা পাঁচটি নিষিদ্ধ দিন ছাড়া পুরো বছর রোযা রাখে। (ঈদুল ফিতর এবং ১০, ১১, ১২, ১৩ যিলকাদাতুল হারাম রোযা রাখা মাকরূহে তাহরীমি) (দুররে

মুখতার ও রাদ্দুল মুখতার, ৩/৩৯১) **উত্তম:** যে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখে (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নাত, তবে যে নিজের সুবিধা অনুযায়ী মাদানী মাসে সাতটি রোযা রাখে, সেও সাংগঠনিকভাবে "উত্তম" বলে গন্য হবে।) **ভাল:** যে প্রতি সোমবার শরীফে অপারগতায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রোযা রাখে (এভাবে মাসে চার পাঁচটি রোযা হয়) (৩) **মনে রাখবেন**! নফল রোযা ইচ্ছাকৃত শুরু করার পর তা সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে তবে তার কাযা করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৩) (৪) পিতা মাতা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে একারণে নিষেধ করে যে, অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে পিতা মাতার অনুগত্য করবে। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৮) (৫) স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৭)

বিঃ দ্রঃ- নফল রোযার মাদানী কার্যক্রমে অংশগ্রহন করার জন্য ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী ইনআমাত মজলিশের সাথে যোগাযোগ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাত মিলানোর কতিপয় মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১০১ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে হাত মিলানোর কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ✲ দুজন ইসলামী বোনের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ✲ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন।) ✲ হাত মিলানোর সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে মাগফিরাত হয়ে যাবে। ✲ পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়। ✲ মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই।

(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد